করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৬

(১)এখন আমি কামেলদের জন্য দান সংগ্রহের বিষয়ে বলছি: গালাতিয়ার ইমানদারগুলোকে আমি যেসব নির্দেশনা দিয়েছি, তোমারও তা অনুসরণ করো।

(২)প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথমদিনে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের আয়ের কিছু অংশ ও অতিরিক্ত আয় আলাদা করে রাখো, যেনো আমি যখন আসবো তখন চাঁদা তুলতে না-হয়। (৩)এবং আমি পৌঁছার পর, তোমাদের দান জেরুসালেমে নিয়ে যাবার জন্য তোমরা যাদেরকে সমর্থন করবে, চিঠি দিয়ে আমি তাদেরকেই পাঠিয়ে দেবো। (৪)যদি মনে হয় যে, আমারো যাওয়া উচিত, তাহলে তারা আমার সাথে যাবে।

(৫)মেসিডোনিয়া সফর শেষে আমি তোমাদের ওখানে যাবো, কারণ আমি মেসিডোনিয়া হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

(৬)এবং হয়তো তোমাদের কাছে আমি কিছুদিন থাকবো, কিংবা গোটা শীতকালটাও থেকে যেতে পারি, যেনো আমি যেখানেই যাই না কেনো, তোমরা আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারো। (৭)এবার যাবার পথে আমি তোমাদের সাথে দেখা করতে চাই না, কারণ আমি আশা করি তোমাদের সাথে কিছু দিন থাকবো, ইনশা-আল্লাহ। (৮)তবে নবান্ন উৎসব পর্যন্ত আমি ইফিসেই থাকবো,

(৯)কারণ ফলপ্রসূ কাজের জন্য আমার সামনে খোলা রয়েছে একটা মস্ত দুয়ার; অবশ্য প্রতিপক্ষও আছে অনেক।

(১০)তিমথি যদি আসেন, তাহলে দেখো, তিনি যেনো তোমাদের মাঝে নির্ভয়ে থাকতে পারে, কারণ আমার মতো তিনিও আল্লাহর কাজ করছেন; (১১)সুতরাং, কেউ তাকে তুচ্ছ না-করুক। আমার কাছে আসার জন্য তোমরা তাকে নিরাপদে পাঠিয়ে দিয়ো; কারণ আমি তাকে ভাইদের সাথে আশা করছি।

(১২)এবার আমাদের ভাই আপল্লো সম্পর্কে বলি- আমি তাঁকে অনেক করে অনুরোধ করেছিলাম, যেনো তিনি ভাইদের সাথে তোমাদের কাছে যান কিন্তু তিনি এখন কিছুতেই যেতে চাইলেন না। পরে সুযোগ পেলে তিনি যাবেন।

(১৩)তোমরা সতর্ক ও ইমানে স্থির থাকো, সাহসী ও বলবান হও। (১৪)তোমরা যা-কিছু করো না যেনো, মহব্বতের সাথে করো।

[১৫]ভাই ও বোনেরা, তোমরা তো জানো, হযরত স্তিফান র. এর পরিবারের লোকেরাই আখায়ার প্রথম ইমানদার, এবং কামেলদের খেদমতে তাঁরা নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছেন। [১৬]সুতরাং, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি- এরকম লোকদের, এবং তাঁদের সহকর্মী ও কঠোর পরিশ্রমীদের প্রত্যেকের খেদমতে তোমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করো।

[১৭]স্তিফান, ফর্তুনাত আর আখায়িক আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি, কারণ তোমাদের শূন্যতা তাঁরা পূরণ করে দিয়েছেন; [১৮]এবং তারা তোমাদের মতো আমার হৃদয়ও সতেজ করেছেন। সুতরাং, এরকম লোকদের তোমরা স্বীকৃতি দিয়ো।

[১৯]এশিয়ার ইমানদার দলগুলো তোমাদের সালাম জানাচ্ছে। আকুইলা, প্রিস্কা এবং তাঁদের ঘরে সমবেত ইমানদারেরা আল্লাহর নামে তোমাদেরকে আন্তরিক সালাম জানাচ্ছেন। [২০]এখানকার ভাই-বোনেরা সবাই সালাম জানাচ্ছে। পবিত্র চুমু দিয়ে তোমরা একজন অন্যজনকে সালাম জনাও।

[২১]আমি পৌল, আমি আমার নিজের হাতে লিখে তোমাদের সালাম জানাচ্ছি।

[২২]কেউ যদি হযরত ইসা মসিহকে মহব্বত না করে, সে অভিশপ্ত। হযরত ইসা মসিহ, আসুন! [২৩]হযরত ইসা আ. এর দয়া তোমাদের ওপর থাকুক। [২৪]মসিহ হযরত ইসা আ. এর উম্মত হিসেবে তোমাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো।